যুগান্তর

তারিখ 21 APR 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

৭ মে পরীক্ষা শুরু
পরীক্ষার্থী ৬ হাজার

# উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ও এবং এ লেভেল পরীক্ষার্থীরা

যুগান্তর রিপোর্ট

ব্রিটিশ সিলেবাসে লেখাপড়াকারী দেশের ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন। ৭ মে এ তিন স্তরের শিক্ষার্থীদের মেইন সেশন পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। কিন্তু দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় ওই পরীক্ষা বিঘ্নিত হতে পারে বলে তারা আশংকা করছেন। এমনকি পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারলে তাদের একটি সেশনও বাতিল হয়ে যেতে পারে। এর আগে গত বছরও তারা অস্থির রাজনৈতিক ডামাডোলে পড়েন। যে কারণে সেশন ধরে রাখতে মধ্যরাত থেকে শেষরাত কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়েছিল।
রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানান, গত বছরের চেয়ে এবার তাদের আশংকাটা বেশি। কেননা গত বছর হরতালের প্রকৃতি ছিল একদিনের বা ১২ ঘণ্টার। এবার অধিকাংশ হরতালের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩৬ ঘণ্টা। টানা চারদিনের হরতালও পালিত হওয়ার রেকর্ড রয়েছে। এ অবস্থায় হরতাল থাকলে পরীক্ষা

পরীক্ষার্থীরা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

## পরীক্ষার্থীরা : উৎকণ্ঠায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নেয়া সে ক্ষেত্রে কতটা সম্ভব হবে— এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ব্রিটিশ কারিকুলামে বাংলাদেশে অধ্যয়নকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে-স্কুলে মাধ্যমিককে 'ও' লেভেল, উচ্চ মাধ্যমিককে 'এ' লেভেল এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রফেশনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রফেশনাল প্রোগ্রামের মধ্যে বিভিন্ন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন আইন, এসিসি এবং সিআইএমএ রয়েছে। যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এডেক্সেল নামে পৃথক সংস্থার অধীনে এসব কোর্স ও প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়। সারাবিশ্বে একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশে এ তিনটি পরীক্ষা ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে তারা নিয়ে থাকে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের এডুকেশন প্রমোশন ম্যানেজার শাকিলা আজিজ যুগান্তরকে জানান, যেহেতু তারা কেবল পরীক্ষাগুলো পরিচালনা করে থাকেন তাই বিশেষ পরিস্থিতিতে কি করণীয় তা তারা নির্ধারণ করেন না। সিদ্ধান্তের জন্য তারা যুক্তরাজ্যে প্রধান কার্যালয় বা ক্যামব্রিজ এবং এডেক্সেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাদের বলেন, 'ও' বা 'এ' লেভেলের মতো পরীক্ষা সারাবিশ্বে একইসময়ে নেয়া হয়ে থাকে। তাই বিশেষ কোন দেশে আলাদাভাবে পরীক্ষা নেয়ার সুযোগ সাধারণত নেই। আর ৩৬ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময়ব্যাপী হরতালে আসলে কি করণীয় তা তারা নির্ধারণ না করে তথ্যটি কেবল যুক্তরাজ্যে পৌঁছিয়ে থাকেন। তাই তারা আগাম কিছু করতে পারবেন না এ ব্যাপারে।

৭ মে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। পরীক্ষা চলবে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত। নাম প্রকাশ না করে ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক কর্মকর্তা বলেছেন, হরতাল যদি ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে চলে তাহলে ব্রিটিশ কাউন্সিল পরীক্ষা নেবে না। কেননা একজন বা দুইজন ছাত্র নয়, সাধারণত ৬-৭ হাজার পরীক্ষার্থী থাকে। এত শিশুর নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

**বিবৃতি** : 'ও' এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষা নিয়ে শনিবার বিবৃতি দিয়েছে 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্টুডেন্টস-গার্ডিয়ানস ফোরাম'। সংগঠনের আহ্বায়ক কামরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত ওই বিবৃতিতে পরীক্ষা চলার সময়ে হরতাল, অবরোধ, সংঘর্ষসহ কোন কর্মসূচি না দিতে সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। তবে এতে বিরোধী দল হরতাল দিতে বাধ্য হয়— এমন কোন আচরণ করা থেকে সরকারকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়নি। বিবৃতিতে বলা হয়, বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮ দল ও হেফাজতের চলমান আন্দোলনের কারণে এবারও 'ও' এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। কেননা পরীক্ষাগুলো বিশ্বে বিভিন্ন দেশে একইদিনে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, তাই তা পেছানো কঠিন হয়ে পড়ে।